**কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ কমপ্লেক্স উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

কেআইবি কমপ্লেক্স, ঢাকা, বুধবার, ০৮ কার্তিক ১৪২০, ২৩ অক্টোবর  ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ,

কৃষিবিদ ভাই ও বোনেরা,

সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন কমপ্লেক্সের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত কৃষিবিদসহ সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

১৯৯৭ সালে আমি নামমাত্র মূল্যে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনকে এই জমি বরাদ্দ দেই। এবার সরকারের দায়িত্বে এসে এখানে ভবন নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেই। গত বছরের মার্চ মাসে আমি এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলাম। আজকে দৃষ্টিনন্দন এই কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন কমপ্লেক্সের উদ্বোধন হচ্ছে। এটা আমাদের সবার জন্য আনন্দের দিন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের মানুষের জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করা। এ দেশের সাধারণ মানুষ যাতে দু'বেলা পেট ভরে খেতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

এজন্য স্বাধীনতার পর পরই তিনি ভূমি সংস্কারে হাত দেন। যাতে প্রকৃত কৃষক জমির মালিকানা পায়। তিনি ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানার সিলিং নির্ধারণ করেছিলেন। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন। কৃষি শিক্ষায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আকর্ষণ করার জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। কৃষিক্ষেত্রে অবদানের জন্য চালু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার তহবিল।

কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ বিভিন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে এদেশের সাধারণ মেহনতী মানুষের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেওয়া হয়।

কৃষিখাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন এবং কলকারখানা স্থাপনের ফলে দেশের কৃষি জমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী কৃষি পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। এই দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের অল্প জমি থেকে অধিক পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করতে হবে।

এজন্য সময়োপযোগী ও লাগসই কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে সেগুলো কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কৃষক যাতে সময়মত কৃষি উপকরণ পায় এবং উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা এ যাবত বিভিন্ন ফসলের ৪ শোর বেশি উন্নত এবং খরা, লবণাক্ততা ও জলমগ্নতাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন করেছেন। উদ্ভাবন করেছেন লাগসই প্রযুক্তি, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং চাষাবাদের কলাকৌশল।

আপনাদের উদ্ভাবন, সরকারের সহায়তা এবং কৃষকের পরিশ্রমের ফলেই আজকে দেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছে। এ কৃতিত্ব শুধু সরকারের একার নয়, এ কৃতিত্ব আপনাদের এবং এদেশের কৃষক সমাজের।

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আপনাদের পরিশ্রম যে কাজে আসে, তার উদাহরণ কিন্তু আমাদের সামনে রয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যেখানে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৩৩৩ লাখ মেট্রিক টন, ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা প্রায় ৩৭৩ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। অন্যান্য দানাদার খাদ্যশস্য, আলু এবং শাক-সবজি উৎপাদনেও আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। এছাড়া মাছ, মাংস, ডিম, দুধ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৯৬ সালে আমরা যখন সরকার গঠন করি, তখন দেশে ৪০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য ঘাটতি ছিল। ২০০১ সালে আমরা যখন দায়িত্ব ছেড়ে দেই, তখন আমাদের উদ্বৃত্ত খাদ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬ লাখ মেট্রিক টনে। এজন্য সে সময় জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা-এফএও আমাদের মর্যাদাপূর্ণ ‘‘সেরেস'' পদকে ভূষিত করে।

পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে কী হয় তাও আপনারা জানেন। ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে দেশকে আবার খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত করেছিল।

এবারও আমরা যখন দায়িত্ব নেই তখন খাদ্যশস্যের দাম ছিল আকাশচুম্বী। মোটা চালের দাম ছিল কেজি প্রতি ৪০/৪৫ টাকা। এমতাবস্থায় আমরা দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেই। মন্ত্রী সভার প্রথম বৈঠকেই নন-ইউরিয়া সারের দাম হ্রাস করে কৃষকের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসি। এরপর আরও ২-দফা সারের দাম কমিয়েছি। বর্তমানে টিএসপি ২২ টাকায়, এমওপি ১৫ টাকা এবং ডিএপি ২৭ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

রাসায়নিক সার, সেচ, জ্বালানি তেল এবং কৃষি যন্ত্রপাতি সহজলভ্য করার জন্য আমরা কৃষিতে বিপুল ভর্তুকির ব্যবস্থা করি। বিগত সাড়ে ৪ বছরে প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। প্রায় ৪৬ হাজার কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। বর্গাচাষীদের মধ্যে নামমাত্র সুদে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। কৃষকের মধ্যে কৃষি সহায়তা কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। মাত্র-১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করেছি।

প্রিয় কৃষিবিদবৃন্দ,

আমরা কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জনবল বৃদ্ধি ও কাঠামো সংস্কার, কৃষিবিদদের পদোন্নতি নিয়মিত করা, টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান, শূন্যপদ পূরণ, বিজ্ঞানীদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ সৃষ্টিসহ সরকারি ও বেসরকারি খাতে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। কৃষি বিজ্ঞানীদের চাকুরির বয়স বৃদ্ধির বিষয়টি আমাদের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

আজকে আপনাদের ইনস্টিটিউশন ভবনের উদ্বোধন হল। আমি আপনাদের দাবী পূরণ করলাম। এখন আপনাদের কাছে আমার সামান্য দাবী আছে। আমার দাবী অন্য কিছু নয়। আমি এ দেশের মানুষের মুখে হাসি দেখতে চাই। মানুষ যাতে পেট ভরে খেতে পারে, তা নিশ্চিত হতে চাই।

কাজেই, খাদ্য উৎপাদনে আমরা যে সাফল্য অর্জন করেছি, তা ধরে রাখতে হবে। এজন্য আপনারা পরিকল্পনা তৈরি করুন। কর্মসূচি হাতে নিন। ভাল কাজ করতে অর্থের অভাব হয় না। আপনারা দেখেছেন পাটের জীবন রহস্য উদঘাটনে আমরা সাধ্যমত সহযোগিতা করেছি। তাঁরা আমাদের এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

আপনাদের কৃষকের প্রতি পরম বন্ধুর মত হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। কৃষি গবেষণা জোরদার করতে হবে। চাহিদার অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করে অনেক সময় চাষীরা লোকসানের মুখোমুখি হন। চাহিদা নিরূপন করে আমাদের ফসল উৎপাদন করতে হবে।

দেশের অনেক এলাকায় এখনও একটি মাত্র ফসল উৎপাদন করা হয়। সেগুলোকে ২/৩ ফসলী করতে হবে।

বিশ্ব মন্দা সত্বেও আমরা প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের উপরে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি। ২০০৫ সালে দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করত। এখন তা ২৬ শতাংশে নেমে এসেছে। ৫ কোটি দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আমরা সাউথ-সাউথ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছি।

মাথাপিছু আয় ২০০৮ সালে ছিল ৬৩০ ডলার। এখন তা বেড়ে ১০৪৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। তখন রিজার্ভ ৩ বিলিয়ন ডলারও ছিল না। আর এখন রিজার্ভ ১৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

আমরা বিগত সাড়ে ৪ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৯ হাজার ৭১৩ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি। যা আমাদের দায়িত্ব গ্রহণের সময়ের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। ২০০৯ সালে আমাদের দায়িত্ব নেওয়ার সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল মাত্র দৈনিক ৩২০০ মেগাওয়াট। আজ ৬ হাজার ৬৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।

আমাদের লক্ষ্য হল স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২০২১ সাল নাগাদ এদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। এজন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, তথ্য যোগাযোগ, নারীর ক্ষমতায়নসহ সকল ক্ষেত্রে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জন করতে হবে।

আর তা করতে হলে সবার আগে দরকার জাতীয় ঐক্য। অপশাসন ও দুনীর্তির মূলোৎপাটন করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে হবে।

একটি অশুভ শক্তি দেশে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। পেশাজীবী হিসেবে এদের মোকাবিলায় আপনাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। ইনশাআল্লাহ, সকলকে সাথে নিয়ে আমরা স্বাধীনতা ও উন্নয়ন বিরোধী অপশক্তির সকল যড়যন্ত্র ও হুমকি মোকাবিলা করে এদেশে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখব।

সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ কমপ্লেক্সের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।